বড়দের সম্মান করুন

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সুলতানে দো'জাহান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর জুমার দিনে ও রাতে একশত (১০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার একশটি (১০০) অভাব পূর্ণ করবেন, সত্তরটি (৭০) আখিরাতের এবং ত্রিশটি (৩০) দুনিয়ার আর **আল্লাহ্ তাআলা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে সেই দরূদে পাককে আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদের উপহার পেশ করা হয়, নিঃসন্দেহে আমার ইলম (জ্ঞান) আমার ওফাতের পরও তেমনি থাকবে, যেমনটি আমার হায়াতে বিদ্যমান রয়েছে।" **(জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫৫)**

উন পর দুরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহিঁ,
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে। (হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَی اللہ! ,اُذْکُرُ اللہ! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা বড়দের আদব ও সম্মান সম্পর্কে মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আমাদের প্রিয় মাযহাব, দ্বীনে ইসলাম আমাদের এই বিষয়ে শিক্ষা দেয় যে, যারা বয়স এবং মান ও মর্যাদায় আমাদের চেয়ে ছোট, আমরা যেন তাদের সাথে স্নেহ ও মমতা সুলভ আচরণ করি এবং যারা বয়সে, জ্ঞানে, মান ও মর্যাদায় আমাদের চেয়ে বড় যেন তাদের আদব ও সম্মান করি। প্রতিদিন বড়দের সাথে আমাদের কোন না কোন কারণে কথাবার্তা অবশ্যই হয়ে থাকে, আমাদের বড়দের মধ্যে পিতা-মাতা, চাচা জেঠা, খালু, মামা, বড় ভাই বোন, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, শিক্ষক, পীর ও মুর্শীদ, ওলামা মাশায়িক এবং সকল উচ্চ মর্যাদার লোক অন্তর্ভূক্ত। আমাদেরকে তাদের আদব ও সম্মান করার আদেশ আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) "وَقِّرِ الْكَبِيْرَ وَارْحَمِ الصَّغِيْرَ تُرَافِقُنِيْ فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ বড়দের আদব ও সম্মান করো এবং ছোটদের স্নেহ করো, তবে তোমরা জান্নাতে আমার সাহচর্য পাবে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৫৮, হাদীস নং-১০৯৮১)**

(২) "তোমরা নিজেদের মজলিশকে আলিমের ইলম, বৃদ্ধদের বয়স এবং সুলতানের (বাদশাহ) পদের কারণে প্রশস্ত করে দাও।" **(কানযুল উম্মাল, বাবুল ঈমান, ৯/৬৬, নম্বর-২৫৪৯৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, বড়দের আদব ও সম্মান করা নাজাতের উপায় এবং জান্নাতে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য লাভের মাধ্যম, আমাদের পূর্ববর্তীরা তাঁদের বুযুর্গদের (বড়দের) কিরূপ আদব ও সম্মান করতেন, আসুন! এর একটি ঝলক লক্ষ্য করি। যেমনিভাবে-

মায়ের প্রতি সম্মান

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"সামুদ্রিক গুম্বজ"** এর ৫ম পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা উদ্ধৃতি করেন, আসুন! এই ঘটনাটি খুবই মনযোগ সহকারে শ্রবণ করি এবং মায়ের দোয়া নেয়ার চেষ্টা করি।

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তীব্র শীতের এক রাতে আমার মা আমার নিকট পানি চাইলেন, আমি গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে আসলাম কিন্তু তখন মায়ের ঘুম এসে গিয়েছিল, আমি জাগানো ঠিক মনে করলাম না, পানির গ্লাস হাতে নিয়ে এ অপেক্ষায় মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম যে, তিনি জাগ্রত হলেই পানি প্রদান করব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলো এবং গ্লাস থেকে গড়িয়ে কিছু পানি আমার আঙ্গুলে এসে জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। যাহোক যখন আম্মাজান জাগ্রত হলেন আমি পানির গ্লাস পেশ করলাম, বরফের কারণে লেগে থাকা আঙ্গুল হতে গ্লাস যখনই পৃথক হলো তখন ঐ স্থানের চামড়া ছিড়ে গেলো এবং রক্ত গড়িয়ে পড়ল, আম্মাজান দেখে বললেন: 'এ কি?' আমি পুরো ঘটনা আরয করলে তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: **'হে আল্লাহ্!** আমি তার উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থেকো।' **(নুযহাতুল মাজালিস, ১/২৬১)**

www.dawateislami.net

মুতি'ই আপনে মা বাপ কা কর মে উন কা,
হার এক হুকুম লাওঁ বাজা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতইনা সুন্দর ভাবে নিজের মায়ের সম্মান করলেন, তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো ঠিক মনে করলেন না এবং তাঁর আদবের কারণে তীব্র শীতের রাতে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিলেন। তাঁর এই আচরণে খুশি হয়ে তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান অন্তর থেকে দোয়া করলেন, **"হে আল্লাহ্!** আমি তার উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থেকো।" আমাদেরও আমাদের বুযুর্গদের এই আদবের পদ্ধতিকে নিজের মাঝে প্রতিফলন করে পিতা-মাতার প্রতি আদব ও সম্মান করা উচিৎ। কেননা, পিতা-মাতার সম্মান করা, তাঁদের খেদমত করা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। যদি আমরা তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ করি, তাঁদের সম্মান করি তবে হতে পারে যে, খুশি হয়ে তাঁদের অন্তর থেকে আমাদের জন্য এমন কোন দোয়া বের হয়ে গেলো, যা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের মাধ্যম হয়ে যায়। দ্বীনে ইসলাম আমাদেরকে পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করার এবং তাঁদের সাথে খুবই নম্রভাষায় কথাবার্তা বলার আদেশ দিয়েছেন। পারা ১৫ সূরা বণী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾

(পারা ১৫, বণী ইসরাঈল, আয়াত ২৩,২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, 'হে আমার রব! তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন'।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মোবারাকার তাফসীরে রয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** ইবাদতের আদেশ দেয়ার পর এরই সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন, এর হিকমত হলো, মানুষের অস্তিত্বের মূল কারণ হলো **আল্লাহ্ তাআলা**র সৃষ্টি এবং উদ্ভাবন আর প্রকাশ্য মাধ্যম হলো তার পিতা-মাতা, এই জন্যই **আল্লাহ্ তাআলা** মানুষের অস্তিত্বের মূলকে সম্মানের আদেশ দিয়েছেন, অতঃপর এর পাশাপাশি প্রকাশ্য মাধ্যমকে সম্মানের আদেশ দিলেন, আয়াতে মোবারাকার অর্থ হচ্ছে যে, তোমাদের **প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলা** আদেশ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সাথে খুবই উত্তম পদ্ধতিতে নেক আচরণ করো কেননা পিতা-মাতার উপর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ খুবই মহান, তেমনি তোমাদেরও উচিৎ যে, তোমরাও তাঁদের সাথে এমনি নেক আচরণ করো। (সীরাতুল জিনান, ৫/৪৪০) যদি তোমাদের পিতা-মাতা দূর্বল হয়ে যায় এবং তাঁদের অঙ্গে শক্তি কমে যায় আর যেমনটি তুমি শিশুকালে তাঁদের নিকট শক্তিহীন ছিলে, এমনি তাঁরা নিজেদের শেষ বয়সে তোমাদের নিকট দূর্বলাবস্থায় এসে পড়ে তবে তাঁদেরকে উফ বলো না অর্থাৎ এমন কোন শব্দ মুখ দিয়ে বের করো না, যাদ্বারা এরূপ মনে হয় যে, তাঁরা তোমাদের জন্য কোনরূপ বোঝা স্বরূপ এবং তাঁদেরকে ধমক দিয়ো না আর তাঁদের সাথে সুন্দর ও নম্রভাবে কথা বলবে এবং আদব সহকারে তাঁদের ডাকবে।

(খাযিন, আল আসরা', ২৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৭০-১৭১। সীরাতুল জিনান, ৫/৪৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে করীমা এবং এর তাফসীর দ্বারা জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা** পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে বেশি খেদমত করার প্রতি জোর দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের পিতা-মাতার আমাদের প্রতি অসংখ্য দয়া রয়েছে, আমাদের জন্মের পর থেকে তাঁরা লালন পালন করেছে, কখনো অসুস্থ হলে তাঁরা সারা রাত জেগে থেকে নিজেদের ঘুমকে কুরবান করেছেন, আমাদের হালাল রিযিক খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, উচ্চ শিক্ষা বা কোন হাতের কাজ শেখানোর জন্য ফিস আদায় করেছেন, সারা জীবন আমাদের শান্তি ও সূখের জন্য নিজেরা কষ্ট সহ্য করেছেন, আমাদের কঠিন অবস্থায় নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের পাশে থেকেছেন। মোটকথা

www.dawateislami.net

আমরা পিতা-মাতার যেই অনুগ্রহকেই দেখি না কেন, প্রতিটিতেই পিতা-মাতার কুরবানিই লক্ষ্যনীয়। আমাদেরও উচিৎ যে, দয়ার পরিবর্তে দয়া দিয়ে শোধ করতে গিয়ে তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সাথে নম্র ব্যবহার করা, যদিওবা তাঁদের কথা স্বভাব বিরোধী হোক না কেন, মারপিট তো দূরের কথা তাঁদের ধমকও দেবেন না, সর্বদা দয়াদ্রতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করুন, তাঁদের খাওয়া দাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখুন, তাঁদের নিকট বসে তাঁদের আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করুন, অসুস্থ হয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসা করান, যদি দেশের বাইরে হন তবুও নিজের দূরত্বের অনুভব হতে দেবেন না, ফোনে কথা বলুন, নিত্য নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও কল করে তাঁদের যিয়ারত করুন, বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতা শিশুদের ন্যায় আচরণ করে থাকে, অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে বিছানা নষ্ট করে দেয়, যার কারণে সাধারণত সন্তান অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! এ সময়েও পিতা-মাতার খেদমত করা আবশ্যক। শিশুকালে মা'ই তো সন্তানের ময়লাকে সহ্য করতো। বৃদ্ধকাল বা অসুস্থতার কারণে পিতা-মাতা যতই খিটখিটে স্বভাবের হোক না কেন, অযথা লড়ুক, ঝাগড়া করুক বা পেরেশানি করুক না কেন, ধৈর্য ধৈর্য এবং ধৈর্যধারণ করুন এবং তাঁদের সম্মান করা আবশ্যক। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা, তাঁদের ধমক দেয়া তো দূর, তাঁদের সামনে "উফ" পর্যন্ত করবেন না, নয়তো আপনি হেরে যাবেন এবং দু'জাহানের ধ্বংসই আপনার ভাগ্যে পরিনত হতে পারে। কেননা, পিতা-মাতার মনে কষ্ট দেয়াতে আখিরাতে তো জাহান্নামের আযাবের হকদার হবেই, অনেক সময় দুনিয়াতেও মানুষের জন্য শিক্ষার নিদর্শন হয়ে যায়।

মায়ের সাথে অসাদাচরণকারীকে মাটি জীবিত গিলে নিলো

কোন গ্রামে এক কৃষকের ঘরে বউ-শ্বাশুড়ীতে সর্বদা ঝগড়া লেগে থাকতো। অনেক বার কৃষকের বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়, আর সে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে নিয়ে আসে। শেষবার বউ কৃষকটিকে বলে দেয়, এখন এই ঘরে হয় আমি থাকবো, না হয় তোমার মা। কৃষকটি তার স্ত্রীর প্রতি খুবই দুর্বল ছিলো। মুর্খটি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো যে, রোজ রোজ ঝগড়া বিবাদ বন্ধের একমাত্র উপায় মাকে সরিয়ে দেওয়া। অতএব, একবার কোন এক কৌশলে সে তার মাকে ইক্ষু ক্ষেতে

www.dawateislami.net

নিয়ে গেলো। ইক্ষু কাটার ফাঁকে সুযোগ বুঝে তার মায়ের দিকে যেই কুঠার উঠিয়ে কোপ বসাতে গেলো, অমনি জমিন সেই কৃষকটির পা দুইখানি আঁকড়ে ধরলো, আর কৃষকটিকে গিলতে শুরু করলো। সে ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো, আর তার মাকে বারবার ডেকে ক্ষমা চাইতে থাকলো। কিন্তু তার মা ততক্ষণে দৌড়ে অনেক দূরে পৌঁছে গেলো। কিছুক্ষণ পর যখন লোকজন সেখানে উপস্থিত হলো ততক্ষণে সে বুক পর্যন্ত ভূমিতে ধ্বসে গিয়েছিলো। লোকেরা তাকে উদ্ধার করার ব্যর্থ চেষ্টা চালালো। কিন্তু জমিন তাকে অবলীলায় গিলতেই রইলো। এক পর্যায়ে লোকটি জমিনে মিশে গেলো। **(নেকীর দাওয়াত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরাও পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা পোষনকারীর শিক্ষণীয় পরিনতি সম্পর্কে শুনলাম, আমাদের সমাজে সাধারণত মাকে তো তবুও কিছু না কিছু গুরুত্ব দেয়া হয় কিন্তু দূভাগ্যজনক ভাবে পিতাকে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়। অথচ পিতার কারণেই "মা" এর মতো নেয়ামত অর্জিত হয়, পুরো ঘরের অর্থনৈতিক বোঝা নিজের কাঁধেই বহন করে, ছোট্ট শিশুকে আঙ্গুল ধরে ধরে হাঁটতে শেখায় অতঃপর সমাজে মাথা উঁচু করে চলার পদ্ধতি শেখায়। যদি মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত হয়, তবে পিতা হচ্ছে মা এবং জান্নাতের মধ্যখানের দরজা, পিতার সন্তুষ্টিই **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি। আসুন! পিতার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কীত তিনটি **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

১. পিতার সন্তুষ্টিতেই **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিই **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টি। **(তিরমীযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৩/৩৬০, হাদীস নং-১৯০৭)**

২. পিতার আনুগত্যই **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্য এবং পিতার অবাধ্যতাই **আল্লাহ্ তাআলা**র অবাধ্যতা। **(মু'জামুল আওসাত, ১/৬১৪, হাদীস নং-২২৫)**

৩. পিতা হচ্ছে জান্নাতের দরজাগুলোর মাঝে মধ্যবর্তী দরজা, চাও তো তা নষ্ট করে দাও এবং চাও তো তা হিফাযত করো।

(তিরমীযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৩/৩৫৯, হাদীস নং-১৯০৬)

www.dawateislami.net

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একথা বুঝাতে গিয়ে মাদানী শিক্ষার মাদানী ফুল ইরশাদ করেন:

দিল দুখানা চোড় দেয়ঁ মা বাপ কা, ওয়ার না ইস মে খাসারা আ'প কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা নিজেদের বড়দের বিশেষ করে পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে, তাঁদের মনে কষ্ট দেয়, তাঁদের সম্মান করে না এবং তাঁদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে সেই ব্যক্তি কঠিন গুনাহগার এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবের হকদার হয়ে যায় আর এরূপ ব্যক্তি সমাজেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। মনে রাখবেন! পিতা-মাতার সম্পর্কের কারণেই দাদা, দাদী, নানা, নানী এবং অন্যান্য সকল বয়োবৃদ্ধেরও সম্মান করা আমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা, ইসলামী সমাজের স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব যে, বড় এবং বৃদ্ধদেরও মর্যাদা প্রদান করে, ইসলামে বৃদ্ধদের বোঝা মনে করে ঘর থেকে বের করে দেয়া এবং তাঁদের কোন "বৃদ্ধাশ্রম" (Old House) এ জমা করিয়ে দেয়ার কোনরূপ ধ্যান ধারণা রাখে না, ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট যে, যুবকদেরকে বুড়োদের সাথে আদব ও সম্মান করার এবং তাঁদের মান ও মর্যাদার হিফাযত করার উৎসাহ প্রদান করে, পূর্ববর্তী যুগে কোন যুবক যদি কোন বৃদ্ধ মানুষের আগে আগে চলতো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে (তার বেআদবীর কারণে) জমিনে ধ্বসিয়ে দিতো। **(রুহুল বয়ান, ৯/৬২)**

একটি বর্ণনায় রয়েছে, "যে যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান করবে, তার বাদলায় **আল্লাহ্ তাআলা** অন্য কারো মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করবে।"

(তিরমীযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪১১, নম্বর-২০২৯)

আমাদের উচিৎ, আমরা যেন আমাদের বড়দের আদব করি, তাঁদের আদেশ সাথে সাথে পালন করি, যেন দুনিয়ায় মান সম্মান এবং আখিরাতে অপমান থেকে নিজেকে বাঁচাতে সফল হতে পারি। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজেদের অনুসারি এবং ভালবাসা পোষণকারীদেরকে বড়দের আদব রক্ষা করা এবং তাঁদেরকে সম্মান করার নসীহত পেশ করতেন। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

বড়দের আদব করার নসীহত

ইমামে আযম, আবু হানিফা হযরত নুমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক শাগরেদ হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন খালিদ বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনির পর যখন তাঁর থেকে নিজের শহর বসরা যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "আরো কিছুদিন অবস্থান করো যেন আমি তোমাকে সেই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে নসীহত করতে পারি, যা মানুষের সাথে মেলামেশা করতে, জ্ঞানীদের মর্যাদা জানতে, নফসের সংশোধন এবং মানুষের রক্ষণা বেক্ষনে, সর্ব সাধারণকে বন্ধু বানাতে এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে প্রয়োজন হবে, এমনকি যখন তুমি জ্ঞানার্জন করে যাবে তখন এই ওসীয়ত তোমার নিকট এমন হাতিয়ারের ন্যায় হবে, যার সম্পর্কে তোমার জানা প্রয়োজন এবং তা সেই জানাকে মার্জিত করবে আর তা ত্রুটিযুক্ত হওয়া থেকে বাঁচাবে। যখন তুমি বসরায় প্রবেশ করবে তখন লোকেরা তোমাকে অভ্যার্থনা জানাবে এবং তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তোমার সম্পর্কে জানবে, তখন তুমি প্রত্যেকের মর্যাদার বিচার করেই তাদের সম্মান দেখাবে, ভদ্র লোকের সম্মান এবং জ্ঞানীদের শ্রদ্ধা করবে, বড়দের সম্মান করবে এবং ছোটদের আদর ও স্নেহ করবে।

(ইমাম আযম কি নসীহতেঁ, ২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কোটি কোটি হানাফিদের মহান ইমাম, ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর শাগরেদকে নসীহত স্বরূপ বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের সাথে স্নেহ ও মমতা সূলভ আচরণ করার আদেশ দেন। মনে রাখবেন! বড়দের সম্মানকারী ব্যক্তিকে শুধু সমাজেই সম্মানিত ভাবা হয় না বরং অনেক সময় বড়দের আদব ও সম্মানের কারণে বড় বড় গুনাহগারদেরও ক্ষমা করে দেয়া হয়। যেমনিভাবে-

আল্লাহ্‌র ওলীদের আদবের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেলো

একদা একজন গুনাহগার ব্যক্তি নদীর পাড়ে বসে মুখ হাত ধৌত করছিল, এমন সময় লাখো হাম্বলীদের মহান ইমাম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেখানে আগমন করলেন এবং তার থেকে কিছু দূরে বসে অযু করতে লাগলেন,

www.dawateislami.net

যখন সেই ব্যক্তি দেখলো যে, যেদিকে তার মুখ হাত ধোয়া পানি বয়ে যাচ্ছে, সেইদিকে তো **আল্লাহ্ তাআলা**র একজন অনেক বড় ওলী বসে অযু করছে, তখন তার মনে এটা সায় দিল না এবং সেই ব্যক্তি উঠে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অপর পাশে গিয়ে বসে গেলো, যেখানে তাঁর অযুর ব্যবহৃত পানি বয়ে ঐ ব্যক্তির দিকে আসছিল, **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীর প্রতি এই আদব ও সম্মানের এমন ফল প্রকাশ পেলো যে, সেই ব্যক্তি যখন ইন্তিকাল করলো এবং কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর ওলী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আদবের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৯৬)**

করোঁ আ'লিমো কি কভি ভি না তৌহিন,
বানা দেয় মুঝে বাআদব ইয়া ইলাহী! **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বড়দের প্রতি সম্মান যেমন গুনাহগারদের আখিরাতের মুক্তির উপায় হয়, তেমনি তাঁদের শানে সামান্যতম বেআদবীও অনন্ত ক্ষতি ও আমল নষ্টের কারণও হতে পারে। কেননা, বড়দের প্রতি বেআদবী করা শয়তানের কাজ এবং সে এই কারণেই **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবার থেকে অপমান ও অপদস্ত হয়ে বিতাড়িত হয়েছে, অথচ এর পূর্বে শয়তান উদ্যত ও অবাধ্য ছিলো না বরং সে হাজারো বছর ইবাদত করেছে, জান্নাতের খাজাঞ্চি (কোষাধ্যক্ষ) ছিলো, সে ছিলো জ্বিন তবে নিজের ইবাদত ও রিয়াযত এবং জ্ঞানের কারণে মুয়াল্লিমুল মালাকুত অর্থাৎ ফিরিশতাদের শিক্ষক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন **আল্লাহ্ তাআলা**র নবী হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শানে বেআদবী করার দোষে দুষ্ট হলো তখন তার এতদিনের ইবাদত বৃথা এবং হাজারো বছরের রিয়াযত নষ্ট হয়ে গেলো, অপমান ও অপদস্ততাই তার পরিণতি হয়ে গেলো, সার্বক্ষনিক লানতের শৃঙ্খল গলায় আবদ্ধ হয়ে গেলো এবং সে জাহান্নামের অনন্ত আযাবের হকদার হয়ে গেলো।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বেআদবোঁ সে,
অইর মুঝ সে ভি সরযদ না কভী বেআদবঅ হো।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, বড়দের সাথে বেআদবী করা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান করাই আমাদের জন্য উপকারী, কোন এক আরবী কবি কত সুন্দরই না বলেছেন যে,

مَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ اِلَّا بِالْحُرْمَةِ وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ اِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ

অর্থাৎ যারা যাই পেয়েছে আদব ও সম্মানের কারনেই পেয়েছে এবং যারা যাই হারিয়েছে আদব ও সম্মান না করার কারণেই হারিয়েছে।

নিঃসন্দেহে যারা বড়দের সম্মান ও মহত্বকে স্বীকার করেই অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁদের সম্মান করে, তাদেরকে সমাজে সম্মান ও গাম্ভির্যতার দৃষ্টিতে দেখা হয়, মানুষের মনে এদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এভাবেই তার অনুসারী বৃদ্ধি পায় আর একটি সময় এমন আসে যে, বড়দের আদব রক্ষাকারী দুনিয়া জুড়ে সম্মানিত হয়ে যায়। আমাদের বড়দের মধ্যে আমাদের শিক্ষকরাও অন্তর্ভূক্ত, আমাদের বুযুর্গরা তাঁদের ওস্তাদদেরও খুবই সম্মান করতেন, তাঁদের উপস্থিতিতে দৃষ্টিকে নত রেখে, চুপচাপ জ্ঞানার্জন করতেন এবং অনেকে তো তাঁদের ওস্তাদ সাহেবের এমন আদব করতেন যে, তাঁদের জীবনের সমস্যা বলাকেও বেআদবী মনে করতেন, আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি;

ইমাম হোসাইনের দরসের আসর

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইলমের মজলিশের প্রসংশা করে এক কোরাইশীকে বলেন: "মসজিদে নববীতে চলো যাও, সেখানে একটি হালকায় লোকেরা চুপচাপ একাগ্রতার সহিত আদব সহকারে বসা থাকে, যেন মনে হয় তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে, বুঝে নেবে যে, এটিই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মজলিশ।" তিনি আরো বলেন: "এই হালকায় হাসি ঠাট্টা নামের কোন বিষয় থাকবে না।" **(তারিখে ইবনে আসাকির, হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব, ১৪/১৭৯)**

এরূপ হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর কাছ থেকে কোন প্রশ্ন করা হলে, তখন তিনি উত্তর দিতেন না। একবার হঠাৎ দেওয়ালের সাথে পিট লাগিয়ে বসে গেলেন এবং লোকদের বললেন: "আজ যা কিছু জিজ্ঞাসা করা করে

www.dawateislami.net

নাও।” লোকেরা আরয করল: “আজ কি হলো? আপনি তো কোন প্রশ্নের উত্তর দেন না?” বললেন: “এতদিন আমার ওস্তাদ হযরত যুন নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জীবিত ছিলেন, তাঁর আদবের কারণেই উত্তর প্রদান করাকে এড়িয়ে যেতাম।”

লোকেরা এরূপ উত্তর শুনে আরো আশ্চার্য হলো। কেননা, তাদের জানা মতে হযরত যুন নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এখনো জীবিত আছেন। যাই হোক তাঁর এরূপ উত্তরের সূত্র ধরে সাথে সাথেই সময় এবং তারিখ নোট করে রাখা হলো। যখন পরে সংবাদ নেয়া হলো তখন জানা গেলো, তাঁর কথার কিছুক্ষণ পূর্বেই হযরত যুন নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মিসরে ইন্তিকাল করেছেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২২৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নিজের ওস্তাদদের আদব ও সম্মান করা উচিৎ কেননা আমাদের উপর তাঁদের বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে যে, তাঁরা জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের মাঝে চেতনা জাগ্রত করেন, ভাল মন্দের পার্থক্য শেখান, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বানিয়ে তোলেন, আচার ও আচরণ পূনর্গঠন করার চেষ্টা করেন, হযরত ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, আমাদের অধিক জ্ঞানার্জনের চেয়ে সামান্য আদব শেখাই বেশি প্রয়োজন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবুল আদব, পৃষ্ঠা ৩১৭)

আ’লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওস্তাদের আদব শেখাতে গিয়ে বলেন:

(১) (শাগরেদের উচিৎ যে,) ওস্তাদের পূর্বে কথা শুরু করবে না। (২) তাঁর স্থানে (আসন) তাঁর অনুপস্থিতিতেও বসবে না। (৩) চলার সময় তাঁর আগে যাবে না। (৪) নিজের সম্পদের কোন কিছুতেই ওস্তাদের জন্য কৃপণতা করবে না অর্থাৎ তাঁর যা কিছু প্রয়োজন খুশি মনে পেশ করো এবং তা গ্রহণ করাতে তাঁর দয়া আর নিজের সৌভাগ্য মনে করো। (৫) তাঁর হককে নিজের পিতা-মাতা এবং সকল মুসলমানের হকের উপর প্রাধান্য দেবে। (৬) যদিও তাঁর কাছ থেকে একটি অক্ষরও পড়ে থাকো তবে তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করো। (৭) যদি তিনি ঘরের মধ্যে হয়, তবে দরজায় কড়াঘাত করবে না, বরং নিজেই তাঁর বাইরে আসার অপেক্ষা করবে। (৮) তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার কষ্ট দেবে না, যার কারণে তাঁর ওস্তাদের কোনরূপ কষ্ট অনুভূত হয়, তবে সে জ্ঞানের বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৭৬ ও ৬৩৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওস্তাদ রূহানী পিতার মর্যাদা রাখে, সুতরাং শাগরেদের উচিৎ যে, তাঁর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁর নিকট জ্ঞানার্জন করা। তাফসীরে কবীরে বর্ণিত রয়েছে: ওস্তাদ তাঁর শাগরেদদের জন্য পিতা-মাতার চেয়ে অধিক সদয় হয়ে থাকে। কেননা, পিতা-মাতা তাকে দুনিয়ার আগুন এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে আর ওস্তাদ তাকে দোযখের আগুন এবং আখিরাতের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। **(তাফসীরে কবীর, ১/৪০১)**

আদব ওস্তাদে দ্বীনি কা মুঝে আক্বা আতা কর দো,
দিল ও জাঁ সে করো উন কি ইতাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

বড় ভাইয়ের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় দ্বীনে ইসলাম আমাদেরকে বড়দের সম্মান শিখিয়ে তাঁদের মাথায় সম্মান ও মহত্বের মুকুট সাজিয়েছেন, আমাদের বড়দের মধ্যে বড় ভাইয়ের স্থান ও মর্যাদাও সম্মানের উপযুক্ত। বড় ভাইয়ের অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে ছোট ভাই বোনের জন্য পিতার ন্যায় স্নেহ ও মায়া মমতা স্থাপন করা হয়। বড় ভাই পিতার বর্তমানে তো ছোটদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাদের প্রয়োজন মিটান এবং যদি পিতার মমতার ছায়া উঠে যায় অর্থাৎ পিতার ইন্তিকালের পরও নিজের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেন, বড় ভাইয়ের এতই অনুগ্রহ এই বিষয়ের দাবী রাখে যে, আমরাও যেন তাদের সম্মান করি, তাঁদের আদব ও সম্মান করে তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিই, পিতা-মাতা অবর্তমানে তাঁদেরকে নিজের পিতা-মাতার মর্যাদা দিন, তাঁদেরকে নিজের অভিবাবক মনে করুন, তাঁদের গীবত, চুগলি এবং তাঁদের সম্পর্কে কুধারণা করা থেকে বাঁচুন। যথাসম্ভব তাঁদের জায়িয চাহিদা এবং আদেশ পালন করুন, সর্বদা তাঁদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং যদি কখনো দ্বন্ধ হয়েও যায় তবে স্বয়ং আগে গিয়ে বড় ভাই থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন আর তাঁকে সন্তুষ্ট করতে যেভাবেই সম্ভব চেষ্টা করুন।

www.dawateislami.net

বড় ভাইয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন হাযিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা আমার হাতে, এর তাবীর (ব্যাখ্যা) জানার জন্য আমি আমার এই স্বপ্ন হযরত ইমাম ইবনে সীরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে শুনালাম (যিনি স্বপ্নের তাবীর করাতে দক্ষ ছিলেন), তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ বেঁচে আছেন? আমি বললোম: নাই। তখন তিনি বললেন: তোমার কোন বড় ভাই আছে? আমি বললোম: জি হ্যাঁ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তাঁর ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করতে থাকো, তাঁর সাথে সদাচরণ করো এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থেকো। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২১০, হাদীস নং-৭৯২৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! বড় ভাইয়ের মর্যাদা আদব ও সম্মানের ক্ষেত্রে পিতার ন্যায় হয়ে থাকে। কিন্তু বড় ভাইয়েরও উচিৎ যে, নিজের ফযীলত শুনে কখনোই এই মানসিকতা তৈরী না করা যে, শুধু ছোটরাই আমাকে সম্মান করবে, যদিও আমি তাদের সাথে কড়া ভাষায় কথা বলি না কেন, তাদের যখন ইচ্ছ সবার সামনে অপমান করি না কেন, কোন ভূল করলে গালা গালি মারপিট করি না কেন, সর্বদা নিজের প্রভাব বজায় রাখার জন্য চোখ বড় করে তাকাই না কেন। মনে রাখবেন! ইসলাম সকলেরই হক ও আদব বর্ণনা করেছে, যেমনিভাবে ছোটদের আদেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের বড়দের সম্মান করো, তেমনি বড়দেরও আদেশ দিয়েছে যে, তারাও যেন ছোটদের সাথে স্নেহ ও মমতা সূলভ আচরণ করে। এপ্রসঙ্গে দু'টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি:

(১) "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لَنَا حَقَّنَا অর্থাৎ যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং মুসলমানদের হক জানে না, সে আমার নয়।"

(আল মু'জামুল কবীর, ১১/৩৫৫, হাদীস নং- ১২২৭৬)

(২) "বড়দের সম্মান করো, ছোটদের প্রতি দয়া করো, আমি এবং তুমি কিয়ামতে এভাবে আসবো। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আঙ্গুল সমূহ একত্র করলেন।" **(আল মাতলাবুল আলীয়া, কিতাবুর রিকাক, ৭/৫৭০, হাদীস নং-৩১৪৩)**

www.dawateislami.net

বড়ে জিতনে ভি হে ঘর মে আদব করতা রহোঁ সব কা,
করোঁ ছোটে বেহেন ভাই পে শফকত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী দাওরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বড়দের আদব করতে, ছোটদের প্রতি স্নেহ করতে, নিজের জীবনকে সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালনা করতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন আর **১২**টি মাদানী কাজে স্বঃতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী দাওরা"**। নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বরং স্বয়ং **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিলো, এসব পবিত্র ব্যক্তিরা অসংখ্য বিপদাপদ এবং কষ্ট সহ্য করার পরও নেকীর দাওয়াত দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার এই মহান দায়িত্ব ত্যাগ করেননি। আল্লামা যুরকানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **"শরহে মাওয়াহেব"** কিতাবে লিখেন: বিশেষ করে হজ্বের সময় **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক অভ্যাস ছিলো যে, যখন আরববাসীদের দূর দূরান্ত থেকে আসা গোত্র সমূহ মক্কায় একত্রিত হয়, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল গোত্রে দাওরা করে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে আরবে বিভিন্ন সময়ে অনেক মেলা হতো, যেখানে দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে আরবে জমা হতো। এই মেলাগুলোতেও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের তবলীগ করার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (শরহে মাওয়াহেব, ২/৭৩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আমাদেরও আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং **সায়্যিদুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য প্রতি সাপ্তাহে **"মাদানী দাওরা"**য় অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দিয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী দাওরার বরকতে মসজিদে নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অনেক সময় এমনও হয় যে, মাদানী দাওরার মাধ্যমে সমাজের বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী

www.dawateislami.net

পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সালাত ও সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে যায়, সুতরাং আমাদেরও সময় বের করে এই মহান মাদানী কাজে স্বঃতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিৎ। আসুন! এবার ব্যান্ড বাজনা থেকে তাওবাকারী এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহার শ্রবণ করুন।

প্রসিদ্ধ ব্যান্ড পার্টির মালিকের তাওবা

ভারতের মধ্য প্রদেশের মনসুর শহরের এক যুবকের ব্যান্ড পার্টিকে শহরের প্রসিদ্ধ ব্যান্ড পার্টি হিসেবে মানা হতো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলশ্রুতিতে সে রমযানুল মোবারক ১৪২৬ হিজরীর শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করেন। প্রশিক্ষনের হালকায় গুনাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে শুনে তার মনে আঘাত লাগলো। আশিকানে রাসূলের সাহচর্য প্রভাব বিস্তার করলো, সে পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করে নিল, দাঁড়ি সাজানো এবং আশিকানে রাসূলের সাথে ১ মাসের মাদানী কাফেলায় সফরে যাওয়ার নিয়্যত করে নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে ব্যান্ডের গুনাহে ভরা হারাম ব্যবসা বন্ধ করে দিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও চাই যে, আমাদের সন্তান আদব সহকারে হয়ে আমাদের মুক্তির উপায় হোক, তবে আজই নিজ নিজ সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণ শুরু করে দিন এবং সন্তানের সঠিক মাদানী প্রশিক্ষণের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার খুবই মনমুগ্ধকর কিতাব **"তরবিয়্যতে আউলাদ"** এবং রিসালা **" আউলাদ কা হুকুক"** হাদীয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন। মাকতাবাতুল মদীনা হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যা পুরো দুনিয়ায় ইলমে দ্বীনের আলো প্রসারের জন্য অসংখ্য কিতাব ও রিসালা, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারার লাখো লাখ ক্যাসেট এবং ভিসিডি দুনিয়া জুড়ে পৌঁছিয়ে থাকে। সকল আশিকানে রাসূল সাপ্তাহিক ইজতিমার পর মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই কিনুন, কমপক্ষে একটি রিসালা হলেও কিনুন, প্রথমতঃ নিজে এটি পড়ুন,

www.dawateislami.net

অতঃপর অন্য কাউকে পড়ার জন্য দিয়ে দিন, এতে আপনার ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি পাবে এবং অপরের প্রতি নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর ধারাবাহিতাও অব্যাহত থাকবে। যদি **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** এর নিয়মিত গ্রাহক হয়ে যান তবে ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা সহ সকল বিভাগসমূহের উত্তোরত্তোর সাফল্য দান করুন।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়দের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দ্বীনে ইসলাম পিতা-মাতা, ওস্তাদে কিরাম, বড় ভাই বোন, পীর মুর্শীদ এবং অন্যান্য বড়দের পাশাপাশি নিকটাত্মীয়দের হক ও আদবও বর্ণনা করে, নিকটাত্মীয়দের সম্পর্ক সাধারণত পিতা-মাতার কারণেই হয়ে থাকে এবং এসব আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাও যেন পিতা-মাতার প্রতি আদব ও সম্মানের একটি রূপ। আত্মীয়ের সম্মানের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তাদের সামনে দৃষ্টি নত রাখবে, হাত চুম্বন করবে বরং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকাও আত্মীয়ের সম্মান বলা হয়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কোরআনী আদেশ

আল্লাহ্ তাআলা পারা ৪ সূরা নিসার **১ম** আয়াতে আত্মীয়দের হক আদায় করার আদেশ ইরশাদ করেছেন:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ۝۱

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং **আল্লাহ্**কে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে প্রার্থনা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয় **আল্লাহ্** সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন। **(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১)**

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: মুসলমানদের উপর যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আবশ্যক, তেমনি নিকটাত্মিয়দের হক আদায় করাও খুবই আবশ্যক। তিনি আরো বলেন: নিজের নিকটাত্মিয়দের সাথে সদাচরণ করা খুবই উপকারী, দুনিয়াতেও, আখিরাতেও, এর কারণে জীবন, মৃত্যু, আখিরাত সবই সজ্জিত হয়ে যায়। **(তাফসীরে নঈমী, ৪/৪৫৫-৪৫৬)**

সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সকলেই এর প্রতি একমত যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজীব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। হাদীসে মোবারাকায় কোন শর্ত ছাড়াই আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার আদেশ এসেছে। কোরআনে মজীদেও কোন শর্ত ছাড়াই "ذَوِی الْقُرْبٰی" (অর্থাৎ নিকটজন) ইরশাদ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: আত্মীয়দের সাথে সদাচরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন; তাদের টাকা-পয়সা ও উপহার ইত্যাদি দেয়া এবং যদি তাদের কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়, তবে সেই বিষয়ে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম দেয়া, তাদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, তাদের সাথে থাকা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে দয়াদ্র ও মমতা সূলভ আচরণ করা। যদি সেই ব্যক্তি বিদেশে থাকে তবে আত্মীয়দের নিকট চিঠি পাঠাবে, তাদের চিটির উত্তর দিবে যেন সম্পর্ক ছিন্ন হতে না পারে, আর সম্ভব হলে দেশে আসা এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক তাজা করে নেয়া, এরূপ করাতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। (বর্তমান যুগে যেহেতু চিঠি লেখার প্রবণতা খুবই কম, সুতরাং ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও যোগাযোগ রক্ষা যেতে পারে। কেননা, উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পর্ক বজায় রাখা, তা যেকোন জাযিয় পন্থায় হোক না কেন)

(বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৫৮, ১৬তম অধ্যায়)

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ১০টি উপকারীতা

হযরত সায়্যিদুনা ফকিহ আবু লাইস সামারকান্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ১০টি উপকারীতা রয়েছে, ❀ **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, ❀ মানুষের আনন্দ লাভের উপায়, ❀ ফিরিশতাদের সুখানুভূতি হয়, ❀ মুসলমানের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির প্রসংশা হয়, ❀ এর কারণে শয়তানের

www.dawateislami.net

দুঃখ হয়, ❀ রিযিকে বরকত অর্জিত হয়, ❀ মরহুম বাবা দাদারা খুশি হয়, ❀ পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, ❀ মৃত্যুর পর তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, লোকেরা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে। (তাম্বিহুল গাফিলিন, ৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিকটাত্মীয়দের সম্মান করা, তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সর্বদা সম্পর্ক জুড়ে রাখা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজকাল অনেকে হয়তো কোন অপারগতার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন বা এই সম্পর্ককে কোন উদ্দেশ্যের কারণে জুড়ে রাখেন, অনেক মূর্খ মুসলমান ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে বা অযথা আত্মীয় স্বজনদের সাথে রাগ করে কয়েক বছর পর্যন্ত পরস্পর মেলামেশা করে না। যদি কোন অনুষ্ঠানে সামনাসমনি হয়েও যায়, তবে একে অপরের দিকে তাকাতেও চায় না, আর অনেকে তো এমনও বলে যে, আমার সাথে যে ভাল, আমিও তার সাথে ভাল এবং যে আমার সাথে খারাপ আমিও তাদের সাথে খারাপ। এই কারণেই অনেকে বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে শুধু তাদেরই দাওয়াত করে, যারা তাদের দাওয়াত দেয় বা তাদের সাথে কোন লাভ সম্পৃক্ত, এর বিপরীতে যে আত্মীয় তাদের কাজে আসে না, বা বেচারা দারিদ্রতা ও অভাবের কারণে তাদের দাওয়াত দেয় না, তবে এমন আত্মীয়দের নিজেদের অনুষ্ঠানের দাওয়াত দেয়া তো দূর, তাদের সাথে সালাম দোয়ার সম্পর্ক বজায় রাখাও অপছন্দনীয় মনে হয়। এমনিভাবে যাকাতের হকদার আত্মীয়দেরও সর্বদা অবহেলা করা হয়। মোটকথা আত্মীয়দের মাঝে এখন পূর্বের ন্যায় ভালবাসা, একাগ্রতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার চেতনা শেষ হতে চলেছে, অথচ আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক ইরশাদ হচ্ছে: "পরস্পর একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পিছনে ফিরিও না, বিদ্বেষ পোষণ করিও না, হিংসা করিও না এবং হে **আল্লাহ্**র বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও, কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় রাখে।"

(জামেয়ে তিরমীযি, আবওয়াবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৭৬, হাদীস নং-১৯৪২)

ভাই হক মত মারনা ঘর বার কা, ওয়ার না হোগা মুসতাহিক তু নার কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি যুগ ছিলো, সকল মুসলমান খুবই আদব সহকারে এবং একে অপরের ইজ্জত ও সম্মানের রক্ষক ছিলো, সুন্দর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ছিলো, বাআদব ও লজ্জাশীল এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসারি ছিলো। ছেলে মেয়ে তাদের পিত মাতার সাথে, শাগরেদ ও মুরীদ তার ওস্তাদ ও পীরের সাথে চোখে চোখ রাখা তো দূর, সামনে আসতেও ঘাবড়াতো, কথোপকথনের সময় দৃষ্টি নত রাখতো, আওয়াজ নম্র করতো এবং যা আদেশ হতো পালন করতো। তাদের অবর্তমানেও আদব অমায়িক থাকতো এবং বড়দের নাম দ্বারা নয় উপাধী দ্বারা স্বরণ করতেন। মোটকথা সর্বদা মর্যাদা ও পদবীর পার্থক্য এবং বড় ছোটদের মাঝে প্রভেদ রাখতেন। কিন্তু আফসোস! আর এখন আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই সেই মাদানী মূলনীতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, আচার আচরন সম্পর্কে অজানা, শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে অনবহিত, বংশীয় এবং সামাজিক নিয়মের ধ্বংসযজ্ঞতায় একে অপরের চেয়ে অধিক নির্লজ্জতা ও দুশ্চরিত্রের প্রকাশ করে যাচ্ছে। ছেলে বাবার সাথে চোখে চোখ রেখে নয় বরং কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলছে। মেয়ে মায়ের হাতের কাজে সাহায্য তো করে না, কিন্তু হাত ঠিকই উঠায়। ছোটরা চরিত্রবান নয়, বড়রা মমতাময় নয়, বন্ধুরা বিশ্বস্ত নয়, প্রতিবেশীরা সদয় নয়, মেয়ে বদ মেজাজী তো মা কড়া মেজাজী। শাগরেদ (ছাত্র) বিনম্র নয় আর ওস্তাদ সৎ চরিত্রবান নয়। ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত এবং উত্তম সাহচর্য থেকে দূরে থাকার কারণে পিতা-মাতা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দিতে পারছে, না সন্তান পিতা-মাতার খেদমত করছে। মোটকথা আমাদের ঔদ্বত্যপূর্ণ আচার এবং অসংযত বাক্যই যা আমাদের ঘরোয়া এবং সামাজিক রীতি নীতিকে ভাঁজ করে রেখে তিক্ত ও বিতৃষ্ণ বানিয়ে দিয়েছে। অথচ আমরা যখন আামাদের বুযুর্গানে দ্বীন এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মোবারক জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে জানতে পারি যে, তাঁরা তাঁদের বড়দের অনেক আদবকারী ছিলেন।

পীর ও মুর্শিদের আদব

হযরত আল্লামা আবুল কাসেম আব্দুল করিম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই সুচারুভাবে নিজের পীর ও মুশিদের দরবারে উপস্থিত হতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রথমদিকে যখনই আমি আমার মুর্শিদে করীম (হযরত আবু আলী দাক্কাক

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর মজলিশে যাওয়ার সৌভাগ্য পেলাম, তখন সেই দিন রোযা রাখতাম, অতঃপর গোসল করতাম। তবেই আমি আমার পীর ও মুর্শিদের মজলিশে যাওয়ার হিম্মত পেতাম। অনেকবার তো এমনও হয়েছিলো যে, মাদরাসার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতাম, কিন্তু লজ্জার কারণে দরজা থেকেই ফিরে আসতাম এবং যদিও সাহস করে ভেতরে প্রবেশ করেও নিতাম, তবে মাদরাসার মধ্যখানে পৌঁছতেই শরীরে এমন শিহরণ সৃষ্টি হয়ে যেতো (এবং শরীর এমনিভাবে অবশ হয়ে যেতো) যে, এমন অবস্থায় যদি আমার শরীরে সুইও ঢুকিয়ে দেয়া হতো, তবে সম্ভবত আমার অনুভবই হতো না। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পূর্ববর্তী লোকেরা নিজেরদের পীর ও মুর্শিদের কিরূপ আদব ও সম্মান করতো, যেন মুর্শিদের আদব তাঁদের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের ঈমান তাজাকারী ঘটনা সমূহ পড়ে বা শুনে হতবাক হয়ে যায় যে, এভাবেও কি পীর ও মুর্শিদের আদব করা যেতে পারে! একারণেই তো তাঁরা পীর ও মুর্শিদের পূর্ণ ফয়য দ্বারা ধন্য হতেন। মনে রাখবেন! পীর ও মুর্শিদের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের আদব রক্ষা করাও প্রত্যেক মুরীদের উপর আবশক, পিতা-মাতা, ওস্তাদ এবং বড় ভাইয়ের মর্যাদা আর তাঁদের গুরুত্ব তো রয়েছেই, কিন্তু পীর ও মুর্শিদ হচ্ছে সেই মহান ব্যক্তিত্ব যে, যার সহচর্যের বরকতে ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা নসীব হয়, মন্দ আকীদার পরিচয় লাভ হয়, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানা যায়, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, লোকদের অন্তরে সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা পীর ও মুর্শিদের তাঁর মুরীদদের প্রতি অসংখ্য অনুগ্রহ রয়েছে, সুতরাং যদি কোন সৌভাগ্যবান কামিল মুর্শিদের দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য পায়, তবে তার উচিৎ যে, তার মুর্শিদের ফয়য পাওয়ার জন্য আদবের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকা। যেই মুরীদরা মন প্রাণ দিয়ে নিজের পীর ও মুর্শিদের আদব করে, তাঁদের আদব ও হক সমূহে আদায়ে অলসতা করে না, তবে এমন সৌভাগ্যবান মুরীদরাই উন্নতির শিখরে পৌঁছে এবং পীর ও মুর্শিদের প্রিয়, মাহবুব এবং মনজুরে নজর হয়ে যায়, পীর ও মুর্শিদের অনুগ্রহ ও হক সমূহ কত বেশি এবং তাঁদের আদব ও সম্মান কত প্রয়োজন, তার অনুমান বুযুর্গানে দ্বীনদের এই বাণী সমূহ থেকে করুন:

www.dawateislami.net

হযরত যুন নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন কোন মুরীদ আদবে প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তখন সে সেখানেই ফিরে যায়, যেখান থেকে সে চলতে শুরু করেছে। (রিসালাতু কুশাইরিয়া, বাবুল আদব, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে যখন আরয করা হলো: মুরীদের উপর পীরের কিরূপ হক রয়েছে? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি কোন মুরীদ হজ্বের রাস্তায় পীরকে মাথায় উঠিয়ে রাখে, তবুও পীরের হক আদায় হতে পারে না। (হাশত বাহাশত, পৃষ্ঠা ৩৯৭)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মুরীদের শান হচ্ছে, কখনো তার অন্তরে এরূপ ভাবনা যেন না আসে যে, সে তা মুর্শিদের অনুগ্রহের ঋত শোধ করে দিয়েছে। যদিওবা নিজের মুর্শিদের হাজারো বছর খেদমত করে এবং তার জন্য লাখো টাকা খরচ করে। কেননা, যে মুরীদের অন্তরে সামান্য খেদমত এবং সামান্য টাকা খরচ করার পর এই ভাবনা আসে যে, সে মুর্শিদের কিছু হক আদায় করে দিয়েছে, তবে সে তরিকতের পথ থেতে সরে গেছে, অর্থাৎ পীরের ফয়যের সাথে তার কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট রইলো না।

(আনওয়ারুল কুদসীয়া, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৭)

মুত'ই আপনে মুর্শিদ কা মুঝ কো বানা দেয়,
মে হো জাওঁ উন পর ফিদা ইয়া ইলাহী!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মুর্শিদের আদব ও সম্মান কত বড় নেয়ামত, যার এই নেয়ামত নসীব হয়ে যায়, তার তো কথাই নেই। আজকাল যদি আপনি কোন বাআদব মুরীদের মর্যাদা দেখতে চান তবে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকতময় স্বত্তা আমাদের সামনে রয়েছে, যিনি নিজের পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী কুতবে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতিও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে কিরূপ দান করলেন যে, আজ দুনিয়া জুড়ে তাঁর প্রসিদ্ধির সাড়া পড়ে গেছে।

www.dawateislami.net

দুনিয়া ভর মে ফযলে রব সে চর্চে হে আত্তার কে,
বড়ে বড়ে গুণ গা তেহে উন কে চুতরে কিরদার কে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও চাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাক, আমরা আমাদের পীর ও মুর্শিদের মাহবুব ও মনজুরে নজর হয়ে যাই, তবে আমাদেরও আদবের পথকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সফলতা আমাদের কদম চুমু খাবে।

সদা পীর ও মুর্শিদ রহে মুঝ সে রাজি, কভি ভি না হোঁ ইয়ে খাফা ইয়া ইলাহী!
বানা দে মুঝে এক দর কা বানা দেয়, মে হার দম রহোঁ বা ওয়াফা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

৭ নম্বর মাদানী ইনআমাতের উৎসাহ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজেই আদব সহকারে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী নয় বরং তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানদের আদব ও সম্মান শিখানোর জন্য **"ইহতিরামে মুসলিম"** নামে রিসালা লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে মুসলমানদের আমলদার বানানোর পাশাপাশি বাআদব বানানোর জন্য শরীয়াত ও তরিকতের সমন্নিত সমষ্টি **"৭২ টি মাদানী ইনআমাত"** প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছেন। এই রিসালার ৭ নম্বর মাদানী ইনআমাত হচ্ছে " আপনি কি আজ (ঘরে এবং বাইরেও) প্রত্যেক ছোট ও বড় এমনকি মা (এবং যদি থাকে তবে নিজ সন্তান এবং তাদের মাকেও) **'তুই'** বলে সম্বোধন করেছেন? তাছাড়া প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা বলার সময় **'হ্যাঁ'** করে নাকি **'জ্বী'** করে কথা বলেছেন? (**'আপনি'** করে বলা, এবং **'জ্বী'** করে উত্তর দেয়াটা মার্জিত ও সঠিক জবাব)

আমাদেরও উচিৎ, এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রত্যেকের সাথে মার্জিত ভাষায় কথাবার্তা বলা, তুই তুকারী এবং অভদ্র ভাষায় না পরিবারের সাথে কথা বলবেন এবং না পরিবারের বাইরে। দেখা যায় যে, অনেকে বাইরে তো খুবই উত্তম চরিত্রের ধারক হয় এবং ভদ্র ভাষায় কথা বলে কিন্তু যখনই ঘরে পা রাখে **"জঙ্গলের বাঘের"** ন্যায় গর্জন করতে থাকে, তুই তুকারী এবং আপত্তিকর কথাবার্তা

www.dawateislami.net

বলতে থাকে বরং মারামারি করতেও দ্বিধা করে না। এমন লোকদের **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ইরশাদ নিজের অন্তরে বসিয়ে নেয়া উচিৎ।

খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুললিল আলামিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهٖ وَلِبَنَاتِهٖ অর্থাৎ তোমাদের সবার মধ্যে উত্তম সেই, যে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে ভালো।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪১৫, হাদীস নং-৮৭২০)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: উত্তম চরিত্রবান সেই, যে নিজের স্ত্রী সন্তানদের সাথেও উত্তম চরিত্রবান হয়। কেননা, তাদের সাথে সর্বদাই কাজ থাকে, অন্য মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রবান হওয়া উৎকর্ষতা নয়। কেননা, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় কখনো কখনো।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইনআমাতের এই মহৎ উপহারটি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করতে একটি অন্যন্য উপায়, এর উপর আমলকারী হয়েই আমরা নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মহান চেতনা পেতে পারি। আর একাকিত্বে মাদানী ইনআমাতের রিসালা খুলে এতে দেয়া প্রশ্নাবলীর উত্তরে নিজেই **'হ্যাঁ'** বা **'না'** দ্বারা নিজের আমলের ভাল মন্দের হিসেব নিয়ে নিজের ভুলগুলো সংশোধন করে নিতে পারেন। যেন মাদানী ইনআমাত আমাদেরকে প্রতিদিন নিজেরই প্রতিষ্ঠিত আত্মনিরিক্ষণের আদালতে হাজির করে আমাদেরই বিবেক দ্বারা ফয়সালা করায় এবং আমাদের নিজের সংশোধন ও মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আসলে এই মাদানী ইনআমাত জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমলের উৎসাহের সমষ্টি। যেন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের আমলের দূরাবস্থাকে দেখছেন এবং আমাদের সংশোধনের এক সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, যাতে আমরা যেন প্রতিদিন সময় নির্ধারণ করে ফিকরে মদীনা করার উপর অটলতা অর্জন করতে সফল হয়ে যাই। এই কারণেই যে, অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং ছাত্ররা প্রতিদিন ঘুমোনোর পূর্বে **"ফিকরে মদীনা"** করে মাদানী ইনআমাতের রিসালায় দেয়া খালি ঘর পূরণ করেন, যার বরকতে নেককার হওয়ার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় এবং

www.dawateislami.net

এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরন গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হেফাযতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

মাদানী ইনআমাত কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবতে হক কে তালিবোঁ কে ওয়াস্তে সওগাত হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করা, কোরআন ও হাদীসের আলোকে একটি উত্তম অভ্যাস।

☆ যে বড়দের আদব করে সমাজে তাকেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

☆ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن আমলও এই বিষযের দিকে পথ নির্দেশনা দেয় যে, আমরা যেন বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করি।

☆ বড়দের সম্মান করা মানুষের সুন্দর আচরণ এবং পিতা-মাতার উত্তম শিক্ষাদানের বহিঃপ্রকাশ।

☆ বড়দের সম্মান করা জান্নাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব পাওয়ার উপায়।

আসুন! আমরা সবাই নিয়্যত করি যে, আজ থেকে নিজের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। বড় ভাই বোনদেরও সম্মান করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। ওস্তাদদের সম্মান করতে থাকবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। ছোটদের উপর প্রভাব খাটানোর পরিবর্তে স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে বড়দের আদব ও সম্মান করার এবং ছোটদের স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করার তৌফিক দান করুন। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস-১৭৫)**

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুল শ্রবণ করি। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো। কেননা, মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, যেন সে আরোহী অবস্থায় থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন, যাতে পোকা বা পাথর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। খুলার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলার সময় সবশেষে হয়।" (বুখারী শরীফ, ৪/৬৫, হাদীস নং- ৫৮৫৫) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে বললো: এক মহিলা (পুরুষের ন্যায়) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪/ ৮৪, হাদীস নং- ৪০৯৯) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, উল্টো জুতা দেখা এবং তা ঠিক না করা। **"দাওলাতে বে যাওয়াল"** কিতাবে লিখা রয়েছে যে, যদি সারারাত উল্টো জুতা পড়ে থাকে তবে শয়তান এর উপর শান শওকত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫/৬০১)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

এসো মাদানী কাফেলাতে আমরা মিলে করি সফর, সুন্নাত শিখবো এতে اِنْ شَآءَ الله ভরপুর।
ত্রিশ ত্রিশ ও বারো বারো দিনের মাদানী কাফেলায়, সফর করতে থাকো যখনই তোমার সুযোগ ও সময় হয়।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net